টেকসই উন্নয়ন

‘পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ’

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

SEP

THE WORLD BANK

টেকসই উন্নয়ন

‘পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ’

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

THE WORLD BANK

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উপদেষ্টা

ড. মুহম্মদ শহীদ উদ জামান

মো: আইনুল হক

সম্পাদক ও আলোকচিত্র

মো: সেলিহান আলম

সহ-সম্পাদক

মো: জাহাঙ্গীর আলম

সম্পাদনা সহকারী

তৌফিক উল আম

মো: হুমায়ুন কবীর

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মো; নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ

শব্দকলি প্রিন্টার্স

৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০

জুলাই-২০২৩

সূচিপত্র

প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৫
ভূমিকা	৬
উপ-প্রকল্পে গ্রহনের যৌক্তিকতা	৭
উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯
উপ-প্রকল্প পরিচিতি	১০
প্রকল্প এলাকার মানচিত্র	১১
উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমুহের বিবরণ	১২
১. প্রশিক্ষণ	**১৬**
ক. উদ্যোক্তাদের উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	১৭
খ. রাজমিস্ত্রিদের গাঁথুনি প্রশিক্ষণ	১৮
গ. সনদায়ন প্রশিক্ষণ	২০
ঘ. উপকরণ সারিবন্ধ প্রশিক্ষণ	২১
ঙ. পরিবেশচর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩
২. প্রযুক্তি হস্তান্তর	**২৪**
৩. বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন	২৮

৪. ব্র্যান্ডিং ও কমিউনিকেশন	**২৯**
ক. অগ্রসর ঋণ	৩০
খ. সাধারন সেবা ঋণ	৩১
পরিবেশ (Environment)	৩৭
পরিবেশগত চর্চা	৩৮
পরিবেশ উন্নয়নে প্র্যাকটিস সমুহের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৪১
পরিবেশচর্চা মনিটরিং পদ্ধতি	৪২
পরিবেশ ক্লাব	৪৪
উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যোর বিবরণ	৪৬
কংক্রিট হলো-ব্লক	৪৬
কংক্রিট সলিড ব্লক	৪৭
ইউনিপেভার	৪৮
পেভমেন্ট টাইলস	৪৯
কংক্রিট হলো-ব্লক ও সলিড ব্লক ও ইউনিপেভার তৈরীর কাঁচামাল	৫০
পরিবেশবান্ধব হলো ব্লক ব্যবহারের সুবিধাসমুহ	৫১
উপ-প্রকল্পের অর্জন সমূহ	৫৩
ফটো গ্যালারী	৭০
উপ-প্রকল্প এর বিভিন্ন কার্যক্রম পত্রিকায় প্রকাশ	৭৫

প্রকল্প সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে অর্থনীতিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬ সালের এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৩ তম। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) আধিপত্যে উৎপাদন খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও অবক্ষয়, বায়ু, মাটি এবং পানি দূষণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে নেতিবাচক পরিবেশগত বাহ্যিক আচরন হ্রাস করা বাংলাদেশের জন্য একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবুজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রা বাংলাদেশের জন্য উৎপাদনশীলতা এবং উদ্ভাবন বর্ধণ, নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার, জনগণের রাজস্ব উৎপাদন এবং দারিদ্রতার ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ ক্ষেত্রে সক্ষমতা, বাজারে প্রবেশযোগ্যতা, জ্ঞান এবং আর্থিক বাধার সংমিশ্রণের কারণে পরিবেশগত টেকসহিতা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার দিকে মনোযোগ সীমিত। যদিও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জিডিপিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগের অবদান বেশ ভালো তবে খুব কম প্রমাণ রয়েছে যে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো একটি টেকসই উপায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রম উৎপাদনশীলতার কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) রাজস্ব আয়, যন্ত্রপাতি ব্যবহার, মূলধন-শ্রমের অনুপাত এবং মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির ক্ষেত্র সীমিত। নেতিবাচক বাহ্যিক আচরন যেমন দূষণ, স্বাস্থ্যের প্রভাব, উৎপাদনশীলতা হ্রাস সাধারণত খরচে প্রতিফলিত হয় না ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে টেকসই পণ্য উৎপাদন এবং পরিষেবায় স্থানান্তরিত করতে বা সম্মিলিতভাবে উন্নত পরিবেশগত প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগের প্রণোদনা হ্রাস করে।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP) পরিবেশগতভাবে চাপে পড়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর কৃষি ব্যবসা এবং উৎপাদন ক্লাস্টারগুলোতে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সাহায্য করে। প্রকল্পটির লক্ষ্য পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির মধ্যে কৃষি ব্যবসা ও উৎপাদন খাতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের (শক্তি, পানি এবং সম্পদ দক্ষতা) মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সহায়তা করা, পরিবেশগতভাবে টেকসই প্রযুক্তি এবং অনুশীলনের প্রচার করা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ইকোসিস্টেমে পরিবর্তন আনয়ন করা এবং প্রকল্প-সমর্থিত উদ্যোগে মৌলিক নিরাপত্তা নিয়ম গ্রহণে সহায়তা করা। প্রকল্পটি তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত: (ক) পরিষেবা উন্নত করা এবং পদ্ধতিগুলো সক্ষম করা, (খ) বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পরিবেশবান্ধব এবং স্থিতিস্থাপক ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য অর্থের প্রবেশযোগ্যতাকে শক্তিশালী করা এবং (গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

প্রকল্পটি অগ্রাধিকার দেবে– ১। একটি নির্বাচিত সংখ্যক দূষণকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক গুচ্ছে যা দূষিত পদার্থের নির্গমন কমাতে এবং সম্পদের দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং ২। একটি উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ যা পরিবেশ বান্ধব পরিষ্কার ও সবুজ ব্যবসা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখতে পারে।

PKSF সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিবেশগত টেকসহিতা উন্নত করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ ক্ষেত্রে ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)’ বাস্তবায়ন করছে। ঝউচ’র উদ্দেশ্য হল লক্ষ্য স্থিরকৃত ক্ষুদ্র উদ্যোগের দ্বারা পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা বাড়ানো। এসইপি (SEP) বিভিন্ন সাব-সেক্টরে প্রকল্পের প্রভাব প্রদর্শনের জন্য ৩০টি জেলাকে প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। প্রকল্পটি একটি নির্বাচিত সংখ্যক দূষণকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক গুচ্ছকে অগ্রাধিকার দেয় এবং টেকসই পরিবেশের জন্য সহায়ক উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণকে সমর্থন করে।

ভূমিকাঃ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) পরিবেশগতভাবে ঝুকিপূর্ণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ভাবে ঝুকিপূর্ণ এলাকা গুলোতে গুরুত্ব দেয়। পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবসার সাথে জরিত ক্লাস্টারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো কৃষি সম্পর্কিত ব্যবসা ও উৎপাদন খাতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাহায্য করা । পরিবেশগতভাবে ঝুকিপূর্ণ এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার কারখানায় টেকসই প্রযুক্তি ও পরিবেশগত চর্চার মাধ্যমে তা প্রচার করা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানে পরিবর্তন নিয়ে আসা ও সাহায্য করা । প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান নিয়ম অনুসরণ করা। পরিবেশের স্থায়ী ও ইতিবাচক পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কাজ করে যাচ্ছে।

ইএসডিও এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমতা ভিত্তিক ভেদাভেদ মুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে সংস্থার নিরন্তর পথ চলা। গ্রামীণ জনগণের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম,প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সুশাসন এবং পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ইএসডিও এর কর্মএলাকাতে আয় ও মানবীয় দারিদ্রতা হ্রাস। ইএসডিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং কার্যকর ভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতির উত্তরণ, মানবীয় মর্যাদা ও নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানবীয় সামর্থায়নে কাজ করছে। সার্বিকভাবে নারী এবং বিশেষভাবে শিশুরা ইএসডিও'র সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সকল ধরণের সেবায় অতিদরিদ্রমানুষের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই ইএসডিও'র মূল মেনিফ্যাস্টো।

পিকেএসএফ এর সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সাসটেনেইবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্পের "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি ইএসডিও ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলার ৪ টি উপজেলায় (ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, রানীশংকৈল চিরিরবন্দর উপজেলায়) বাস্তবায়ন করছে।

উপ-প্রকল্পে গ্রহনের যৌক্তিকতা:

পোড়ামাটির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী গ্রহণ করতে হবে। যেটা হবে সার্বিকভাবে কৃষিবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সহনীয়, টেকসই এবং সর্বোপরি ব্যয় সাশ্রয়ী। পোড়া ইটের বিকল্প আরো উন্নত নির্মাণ উপকরণ হিসেবে উল্লিখিত গুণাবলি সম্পন্ন একাধিক নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ এবং ব্যবহার সন্তোষজনক করা প্রয়োজন।

সাধারণত পোড়া ইট ভাটায় প্রস্তুতকৃত ইটে প্রচুর পরিমাণে জমির উপরিভাগের অংশ (টপ সয়েল নামে পরিচিত) ব্যবহৃত হয়। এতে করে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়, কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টপ সয়েল ব্যবহার না করে সিমেন্ট, ফ্লাইএস, নদী খননকৃত বালু, পাথরগুড়া ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব সলিড ও হলো-ব্লক তৈরী করা যায়। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব কংক্রিট ব্লক ১০০% নির্মাণ খাতে ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই অবৈধ ইট ভাটা ধ্বংস করছে এবং নতুন ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদানে নিরুৎসাহিত করছে। তাই পরিবেশবান্ধব এই কংক্রিট ব্লক অবকাঠামো নির্মাণে খুবই উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

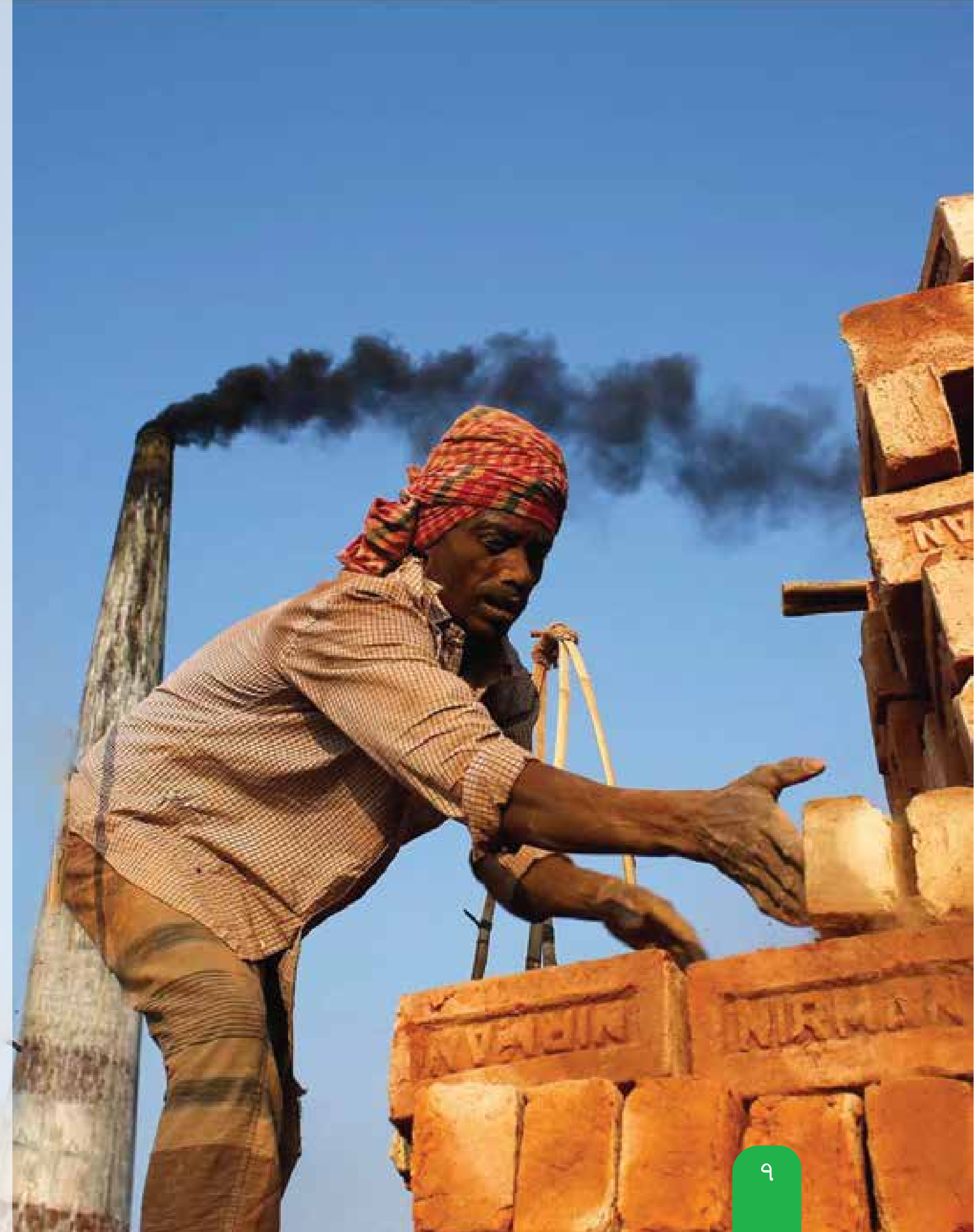

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৪.৩১.০০২.১৪ (অংশ-৩)- ৪১০ তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। / ২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি।

প্রজ্ঞাপন

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ধারা ৫(৩ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং গ্রাম সড়ক টাইপ- 'বি' এর ক্ষেত্রে ইটের বিকল্প হিসাবে উক্ত আইনের ২(যয) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্লক ব্যবহারে নিম্নরূপ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হইল:

অর্থবছর	ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা
২০১৯ - ২০২০	১০%
২০২০ - ২০২১	২০%
২০২১ - ২০২২	৩০%
২০২২ - ২০২৩	৬০%
২০২৩ - ২০২৪	৮০%
২০২৪ - ২০২৫	১০০%

তবে সড়ক ও মহাসড়কের বেইজ ও সাব-বেইজ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারে এ নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে না।

০২। উল্লিখিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনরূপ ব্যত্যয় বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী)
সচিব

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৪.৩১.০০২.১৪ (অংশ-৩)- ৪১০ তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

চিত্র: পোড়া ইট বন্ধ ও পরিবেশবান্ধব সলিড ব্লক ও হলো ব্লক শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারি প্রজ্ঞাপন।

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্যোগের উন্নয়ন করা।
উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী বিষয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
বর্জ্য (ফ্লাই এস) পুন:ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুতকরণ।
নির্মাণ খাতে পরিবেশবান্ধব টেকসই অনুশীলনগুলির চর্চা বৃদ্ধি করা।
জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার না করার জন্য জন সচেতনতা তৈরি করণ।
নির্মাণে নারী ও শ্রমিকদের কাজে WASH ব্যবহার এবং সুবিধাগুলিতে মনোনিবেশ করা।
ক্লাস্টার কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস এবং বায়ু দূষণ হ্রাস করতে সচেতনতা তৈরি করণ।

উপ-প্রকল্প পরিচিতিঃ

সাব-সেক্টর	পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী
উপ-প্রকল্পেরনাম	Initiatives for Increasing the Production and Uses of Eco-Friendly Construction Materials (পরিবেশবান্ধবনির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ)
কর্মএলাকা	**জেলা**-২ টি। (দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও) **উপজেলা**- ৪টি। চিরিরবন্দর, ঠাকুরগাঁও সদর, রাণীশংকৈল ও বালিয়াডাঙ্গী **ইউনিয়ন** -১০ টি। (নশরতপুর, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, গড়েয়া, দেবীপুর, জগসার্থপুর, রানীশংকৈল পৌরসভা, নেকমরদ, দুওসও ও চারোল)
প্রস্তাবিত উদ্যোক্তার সংখ্যা	৩০০ জন
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	২.৩ বছর
লিডক্লাস্টার	ঠাকুরগাঁও সদর

প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

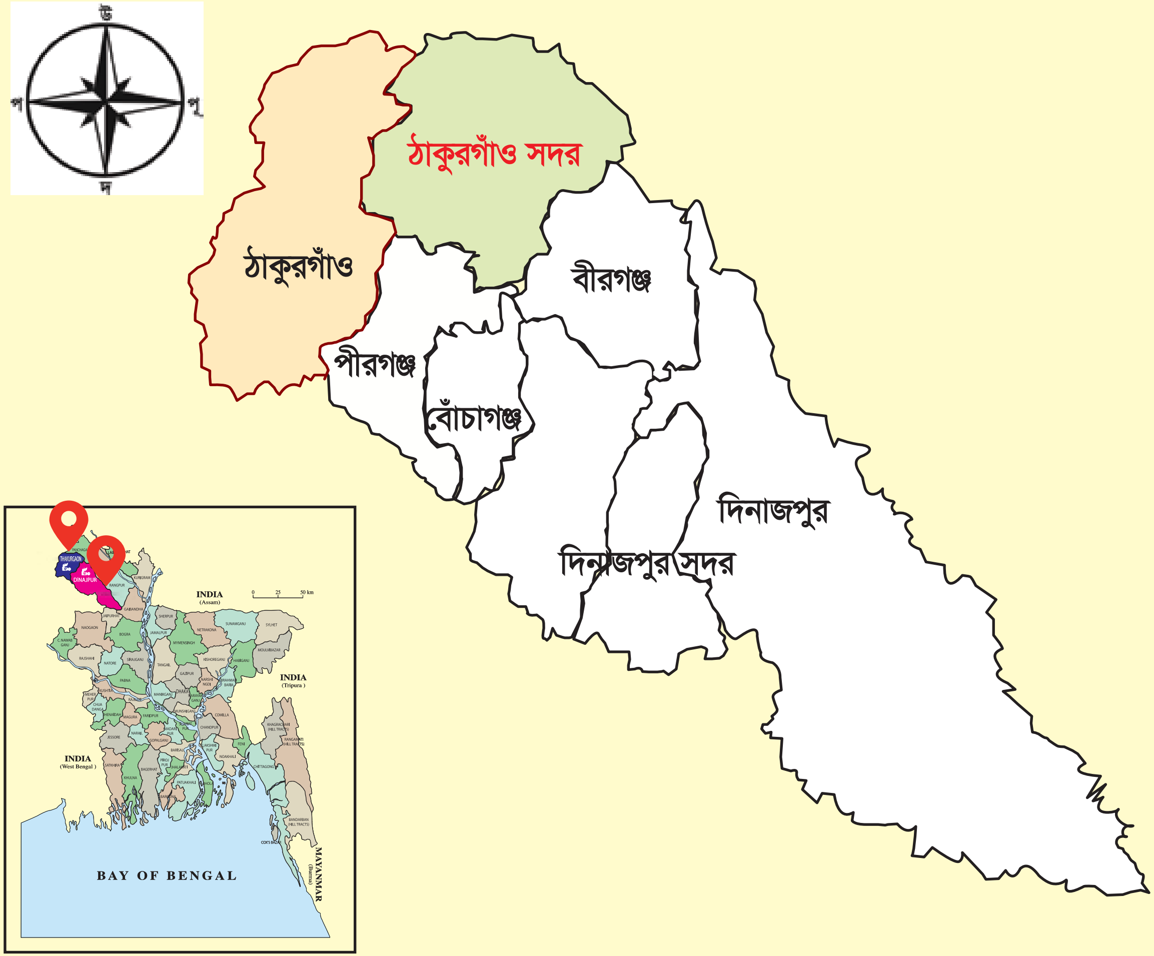

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমুহের বিবরণ:

“পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ” শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় কর্ম এলাকায় উদ্দ্যোক্তা ও কমিউনিটি পর্যায় উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হল-

- হলো-ব্লক দ্বারা নির্মিত মডেল স্থাপনা: (মসজিদ, বিজ্ঞান গ্যালারী, লাইব্রেরী, নারী ফুটবল খেলোয়াড়দের আবাসিক কাম ড্রেসিং রুম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাশ ঘর)
- কমিনিটি পর্যায় (দলীত সম্প্রাদয়ের মাঝে) এডোবি ব্লক মেশিন ও উদ্ভাবনী ওয়ার্কিং সেড স্থাপন
- মডেল উদ্দ্যোক্তা তৈরী করণ
- আধুনিক ব্লক মেশিন স্থাপন
- উদ্দ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য (সলিড, হলো-ব্লক, ইউনিপেভার, পার্কিং টাইলস) সনদায়ন নিশ্চিত করন। (বুয়েট ও এইচবিআরআই) ।
- পরিবেশরান্ধব বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার মাদারগঞ্জে, ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় হাইওয়ে রাস্তার সাথে পিকেএসএফ ও ইএসডিও এর অর্থায়নে প্রায় ২২লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী হলো-বক ববহার করে ১৪৩৫ বর্গফুট আয়তনের একটি দৃষ্টিনন্দিত মডেল মাদারগঞ্জ জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একত্রে প্রায় ২০০ জন নামাজ আদায় করতে পারবে। স্থাপনাটি ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মহাসড়কের পাশে এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করায় এটি মানুষের আগ্রহ ও কৌতুহলের কেন্দবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগষ্ট মাসের ২২ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজে পিকেএসএফ ও ইএসডিও এর অর্থায়নে প্রায় ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী হলো ব্লক ববহার করে ১৪০০ বর্গফুট আয়তনের একটি দৃষ্টিনন্দন মডেল লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয়েছে। এই লাইব্রেরীটিতে পরিবেশবান্ধব হলো-বক, সলিড বক ও পার্কিং টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে মনোরম পরিবেশে এই লাইব্রেরীতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। অত্যাধুনিক এ মডেল লাইব্রেরিটি ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় মানুষের বই পড়ার আগ্রহকে বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা নির্মিত এত সুন্দর ভবনকে দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনায় করে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার রুহিয়া-আকচা ইউনিয়নের লোকায়ন জীবন বৈচিত্র জাদুঘরের অভ্যন্তরে পিকেএসএফ ও ইএসডিও এর অর্থায়নে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবেশবান্ধব সলিড বক দ্বারা ১৮৫০ বর্গফুটের মডেল বিজ্ঞান গ্যালারী নির্মাণ করা হয়। যা অত্র ঠাকুরগাঁও জেলায় অদ্বিতীয় স্থাপনা। বিজ্ঞান গ্যালারী নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি তাদের যে আগ্রহ তা পূরনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার সদর থানায় পিকেএসএফ ও ইএসডিও এর অর্থায়নে পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক ব্যবহার করে ২৫০ বর্গফুট আয়তনের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাশঘর স্থাপন করা হয়। এই লাশঘরে ঠাকুরগাঁও জেলার পাচঁটি উপজেলার দূ-ঘটনাজনিত বা অপমৃত্যু জনিত লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার পূর্ব পযন্ত এই লাশ ঘরে সংরক্ষিত থাকে। ফলে লাশ থেকে কোন ধরনের দৃগন্ধ ছরিয়ে পরিবেশ দুষিত হয়না।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) সাব-সেক্টর "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দ্যেগ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য ফুটবল একাডেমি রাঙ্গাটুঙ্গি ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমি'র মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য ৬৪৪২১৮ টাকা ব্যয়ে ৮৭৫ বর্গফুটের পরিবেশবান্ধব হলো-বক দ্বারা নির্মিত আবাসিক কাম ড্রেসিং রুম স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল ও সাফ জয়ী অন্যতম দুই সদস্য স্বপ্না রাণী ও সোহাগী কিস্কু এই একাডেমির খেলোয়াড় । আরও ১২ থেকে ১৫ জন নারী খেলোয়াড় ঢাকার নারী লীগের হয়ে খেলছে। আবাসিক কাম ড্রেসিং রুম স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন নারী খেলোয়াড়দের আবাসন সমস্যা সমাধান হবে অপর দিকে তারা আরও বেশি উদ্যমী হয়ে ফুটবল খেলার মাধ্যমে দেশের জন্য সাফল্য বয়ে আনবে।

উদ্দ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য হলো-ব্লক

উদ্দ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য হলো-ব্লক

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

CONCRETE LABORATORY

TEST REPORT

সনদায়ন নিশ্চিত করন বুয়েট

HOUSING & BUILDING RESEARCH INSTITUTE

Building Materials Division

TEST REPORT

সনদায়ন নিশ্চিত করন এইচবিআরআই

"পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় কর্ম এলাকায় উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম:

১. প্রশিক্ষণ: উক্ত প্রকল্পের সদস্য ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া হল-

নাম	ব্যাচ	ব্যাপ্তিকাল (দিন)	অংশগ্রহণকারী
উদ্যোক্তাদের উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	৪	২০	৫৮
রাজমিস্ত্রিদের গাঁথুনি প্রশিক্ষণ	৪	৮	৬০
সনাদায়ন প্রশিক্ষণ	২	৪	৪৬
উপকরণ সারিবদ্ধ প্রশিক্ষণ	৩	৬	৪৩
পরিবেশচর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৪	২৯
মোট:-	**১৫**	**৪২**	**২৩৬**

ক. উদ্যোক্তাদের উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ: উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রডাকশন সংশ্লিষ্ট ৫ দিনের মোট ৪ টি আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত ট্রেনিং এ নিম্নে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করা হয়-

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা
- OHSAS নীতিমালা, হলো ব্লক সম্পর্কে আলোচনা।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এবং বিভিন্ন হ্যান্ডটুল ও পাওয়ার টুল্স সম্পর্কে আলোচনা।
- হলো ব্লকের তৈরির বিভিন্ন উপাদান ও ব্লক তৈরি সম্পর্কে আলোচনা।
- যন্ত্রপাতি, মালামাল রক্ষনাবেক্ষণ ও মজুদ সম্পর্কে আলোচনা।
- পরিবেশ, পরিবেশ দুষণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা।
- হলো ব্লক উৎপাদন, পরিচর্যা ও মজুদ সম্পর্কে আলোচনা
- হলো-ব্লকের বিভিন্ন মেশিন সম্পর্কে আলোচনা।
- বিভিন্ন হ্যান্ডটুল ও পাওয়ার টুল্স এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা।
- হলো ব্লকের মেশিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হলো ব্লকে তৈরীর উপাদান ও মিশ্রণ সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মেশিনের সাহায্যে ব্লক কি ভাবে তৈরী হয় সে সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হাতে তৈরী ফর্মার সাহায্যে ব্লক কি ভাবে তৈরী হয় সে সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইকোব্লক বিপণন ও বাজারজাত করন।
- প্রকল্পের পরিবেশ প্রাকটিস সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

উদ্যোক্তাদের উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ

খ. রাজমিস্ত্রিদের গাঁথুনি বিষয়ক প্রশিক্ষণ: উক্ত প্রকল্পের আওতায় উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ২ দিনের মোট ৪ টি ম্যাশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত ট্রেনিং এ নিম্নে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করা হয়-

- পরিচিতি, জড়তামুক্ত পরিবেশ, সংস্থা, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।
- হলো ব্লকের পরিচিতি, সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এবং বিভিন্ন হ্যান্ডটুল ও পাওয়ার টুল্‌স এবং বিভিন্ন বন্ড সম্পর্কে আলোচনা।
- পরিবেশ, পরিবেশ দুষণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা
- মশলা তৈরী ও ম্যশনারী মসলা সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিভিন্ন বন্ড ব্যবহার করে কিভাবে ব্লকের দেয়াল তৈরী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান
- হলো ব্লকের দেয়াল প্যানেলিং এবং প্লাস্টার সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান
- পুরো দিনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সংক্ষেপে আলোচনা।

রাজমিস্ত্রিদের গাঁথুনি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

রাজমিস্ত্রিদের গাঁথুনি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

সনদায়ন প্রশিক্ষণ ।

গ. সনদায়ন প্রশিক্ষণ: উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রডাক্টের সার্টিফিকেশন সংশ্লিষ্ট ২ দিনের ১ টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত ট্রেনিং এ নিম্নে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করা হয়-

- পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন, গুণগত মান এবং ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর টেস্টিং এবং সনদায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো: সফিউল আলম।
- প্রকল্পের পরিবেশ সম্পর্কে ধারনা ও বিভিন্ন সংস্থা হতে সনদ লাভের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

ঘ. উপকরণ সারিবদ্ধ প্রশিক্ষণ: উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রডাক্টের সার্টিফিকেশন সংশ্লিষ্ট ১ দিনের ২ টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত ট্রেনিং এ নিম্নে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করা হয়-

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।
- হলো ব্লকের পরিচিতি, সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা।
- বিভিন্ন প্রকারের ইকো কন্সট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস সম্পর্কে আলোচনা।
- পরিবেশ, পরিবেশ দুষণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা।
- দেয়াল প্যানেলিং এবং প্লাস্টার সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা।
- হলো ব্লকের মশলা তৈরী ও ম্যশনারী মসলা ও গাথুনী সম্পর্কে আলোচনা।
- পুরো দিনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সংক্ষেপে আলোচনা।

ঙ. পরিবেশচর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ: উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রডাক্টের সার্টিফিকেশন সংশ্লিষ্ট ২ দিনের ২ টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত ট্রেনিং এ নিম্নে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করা হয়-

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।
- ইটভাটা কর্তৃক পরিবেশ দূষণ, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ।
- ইকো-ব্রিকস ও হলো ব্লকের বাজাতকরণ ও সম্ভাবনা।
- পরিবেশ, পরিবেশ দুষণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ঝুঁকি।
- হলো ব্লক উৎপাদন, ব্যবহার এবং এর সুবিধা।
- পরিবেশ উন্নয়নে রাজমিস্ত্রীদের করণীয় ।
- প্রকল্পের পরিবেশগত প্রাকটিস সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. প্রযুক্তি হস্তান্তর:

“পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ” শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় এর কর্ম এলাকায় পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যেক্তাদের মাঝে ইকো সলিড ব্লক, হলো ব্লক ও এডোবি মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়াও কারখানা ও এর কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের মাঝে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে মেশিন ও পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উপকরণ বিতরনের তথ্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র:নং	মডেল উদ্যোক্তার নাম	পিতার নাম	শাখার নাম	মেশিনের পরিমাণ	
				সলিড ব্লক	হলো-ব্লক
০১	মো: আবু বক্কর সিদ্দিক	মৃত রশিদুল হক	মুন্সিরহাট		১
০২	মো: আব্দুল লতিব	মোঃ আমিন হক	মুন্সিরহাট		১
০৩	মো: আশরাফুল ইসলাম	মোঃ আমিনুল ইসলাম	সালান্দর		১
০৪	মো: খাদেমুল ইসলাম	মৃতঃ ফজলুর রহমান	শান্তিনগর		১
০৫	মো: রশিদুল	মৃত সয়ফুদ্দিন	মুন্সিরহাট	১	
০৬	মো: আয়নাল	মৃত ইসমাইল	সালান্দর		১
০৭	বিপুল চন্দ্র রায়	কেন্দেলা চন্দ্র রায়	সালান্দর		১
০৮	পুলিন চন্দ্র পাল	মহেন্দ্র চন্দ্র পাল	শান্তিনগর	১	
০৯	মো: আমিনুল ইসলাম	মৃত কাশেম আলী শেখ	শান্তিনগর		১
১০	মো: রশিদুল ইসলাম	মো: মনসুর আলী	মুন্সিরহাট		১
১১	মো: ফিরোজ আলী	মৃত তমিজ উদ্দিন শাহ	রানীর বন্দর		১
১২	মো: কাইয়ুম আলী	মৃত অজরদ্দি	রানীর বন্দর		১

ছক: মেশিন বিতরনের তথ্য

হলো-ব্লক মেশিন বিতরণ

এডোবি ব্লক মেশিন বতরণ

সলিড ব্লক মেশিন বতরণ

হলো-ব্লক মেশিন বতরণ

৩. বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন

মো: আবু বক্কর সিদ্দিক		মো: আশরাফুল ইসলাম		রতন বর্মন	
সুরক্ষা সামগ্রী	পরিমান	সুরক্ষা সামগ্রী	পরিমান	সুরক্ষা সামগ্রী	পরিমান
অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা	১ টি	অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা	১ টি	অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকবে	১ টি
ডাস্টবিন	১ টি	ডাস্টবিন	১ টি	ডাস্টবিন	১ টি
সুপ্রিয় পানীর ব্যবস্থা	১ টি	সুপ্রিয় পানীর ব্যবস্থা	১ টি	সুপ্রিয় পানীর ব্যবস্থা	১ টি
ফাস্ট এইড বক্স (স্যাভলন,গজ,তুলা,কাচিঁ)	১ টি	ফাস্ট এইড বক্স (স্যাভলন,গজ,তুলা,কাচিঁ)	১ টি	ফাস্ট এইড বক্স (স্যাভলন,গজ,তুলা,কাচিঁ)	১ টি
পিপিই বক্স	১ টি	পিপিই বক্স	১ টি	পিপিই বক্স	১ টি
হেলমেট	৩ টি	হেলমেট	৩ টি	হেলমেট	৩ টি
গাম্বুট	৩ জোড়া	গাম্বুট	৩ জোড়া	গাম্বুট	৩ জোড়া
গ্লোবস	৩ জোড়া	গ্লোবস	৩ জোড়া	গ্লোবস	৩ জোড়া
এপ্রোন	৩ টি	এপ্রোন	৩ টি	এপ্রোন	৩ টি
এপ্রোন ২ (বুকের জন্য)	১ টি	এপ্রোন ২ (বুকের জন্য)	১ টি	এপ্রোন ২ (বুকের জন্য)	১ টি
ইয়ার প্লাগ	৩ জোড়া	ইয়ার প্লাগ	৩ জোড়া	ইয়ার প্লাগ	৩ জোড়া
বাউন্ডারি বেড়া (কারখানা)	২ টি (২০০ ফিট)	বাউন্ডারি বেড়া (কারখানা)	২ টি (২০০ ফিট)		
পাইপ ৩/৪	৩০ ফিট	পাইপ ৩/৪	৩০ ফিট	পাইপ ৩/৪	৩০ ফিট
তারের কভার ৩/৪	৩০ ফিট	তারের কভার ৩/৪	৩০ ফিট	তারের কভার ৩/৪	৩০ ফিট
সূইচ বোর্ড	১ টি	সূইচ বোর্ড	১ টি	সূইচ বোর্ড	১ টি
টু-পিন	২ টি	টু-পিন	২ টি	টু-পিন	২ টি
এনার্জি বাল্ব	১ টি	এনার্জি বাল্ব	১ টি	এনার্জি বাল্ব	১ টি
		প্রচারনামূলক সাইনসিম্বল	২০ টি	প্রচারনামূলক সাইনসিম্বল	২০ টি
		সাইন বোর্ড	১ টি	সাইন বোর্ড	১ টি

ছকে বর্ণিত উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরনের করা হয়েছে।

৪. ব্র্যান্ডিং ও কমিউনিকেশন: "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় এর কর্ম এলাকায় পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যাপক পরিচির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়ী (স্টোন ডাস্ট, নদীর বালু, ফ্লাই এস্), সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী ও ঠিকাদারদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ টি (প্রত্যেকটি ১ দিন ব্যাপী) লিংকেজ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে লিংকেজ কর্মশালা

“পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ” শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় ঋণ সেবা সমুহ:

“পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ” শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি ও ব্যবসার পরিধী বৃদ্ধির জন্য সাধারনত ২ ধরনের ঋণ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। যথা-

ক. অগ্রসর ঋণ ও

খ. সাধারন সেবা ঋণ

ক. অগ্রসর ঋণ: অগ্রসর ঋণ সাধারনত স্যানেটারী ব্যবসায়ী, রড-সিমেন্ট ব্যবসায়ী, হাডওয়ার ব্যবসায়ী, টিন ব্যবসায়ী, রিংস্লাব ব্যবসায়ী, সিমেন্ট পিলার ব্যবসায়ী, মাটির তৈরী বিভিন্ন তৈজসপত্র উৎপাদন ব্যবসায়ী, পরিবেশবান্ধব বাশ ও বেতের তৈরী তৈজসপত্র ব্যবসায়ী, বিভিন্ন নির্মান সামগ্রী সরবরাহকারী ব্যবসার সাথে জড়িত উদ্যেক্তাদের মাঝে প্রদান করা হয়ে থাকে।

অগ্রসর ঋণ কত জনকে কতবার দেওয়া হয়েছে তা ছকের মাধ্যমে নিম্নে দেওয়া হল--

ঋণের দফা	মহিলা	পুরুষ	মোট	টাকার পরিমান
১ম দফা	১২০	২৭	১৪৭	৪৬১১১০০০
২য় দফা	৬৫	১৫	৮০	৩৭২৫০০০০
৩য় দফা	১৪	৫	১৯	১৪৮৯১০০০
মোট	**১৯৯**	**৪৭**	**২৪৬**	**৯৮২৫২০০০**

খ. সাধারন সেবা ঋণ: সাধারন সেবা ঋণ মূলত প্রদান করা হয় পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক, সলিড ব্লক ও বিভিন্ন ধরনের পার্কিং টাইলস উৎপাদনকারী উদ্দ্যোক্তা (সুদের হার ৪%)।

সাধারণ সেবা ঋণ কত জনকে কতবার দেওয়া হয়েছে তা ছকের মাধ্যমে নিম্নে দেওয়া হল--

ঋণের দফা	মহিলা	পুরুষ	মোট	মোট টাকার পরিমান
১ম দফা	৬	৫	১১	৯৭০১০০০
২য় দফা	৩	১	৪	২৩৫০০০০
মোট	**৯**	**৬**	**১৫**	**১২০৫১০০০**

ঋণ সেবা প্রদানের ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত সুবিধা সুমুহ:

- তারা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারন করতে পারছে
- বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে
- নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- আধুনিক পন্থায় তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারছে
- গুনগত মান সম্পন্ন পন্য ক্রয় বিক্রয়ে সুবিধা পাচ্ছে
- ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ি পন্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে
- কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি সহ নতুন কমসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে
- স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন,বায়ু দূষন রোধ,স্বল্প সুদের কারনে উদ্যোক্তাদের অধিক মুলধন ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে

সাধারণ সেবা (Common Service) : সাধারণ সেবার আওতায় স্বল্প সুদে (ডিকলাইন এ ৮% এবং ফ্ল্যাট এ ৪%) ঋণ প্রদান করা হয়। সাধারণ সেবা ঋণ কে আমরা প্রধাণত ২ ভাগে ভাগ করে থাকি। যথা:- ক. আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা ঋণ (Revenue Generating Common Service) ও খ. আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণ (Non-Revenue Generating Physical Activities Common Service)

ক. আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা ঋণ কি? (Revenue Generating Common Service): কোন বিশেষ সেবা কার্যক্রম চালুর ফলে প্রায় সকল উদ্যোগের ব্যবসা বা পরিবেশের বা উভয়ের উন্নয়নে লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকান্ড যদি আয় বর্ধনকারী হয়, তবে সেই কর্মকান্ডকে আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা ঋণ (Revenue Generating Common Service) কর্মকান্ড হিসেবে অবহিত করা হবে।

আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা ঋণ (Revenue Generating Common Service): "সাধারণ সেবা ঋণ" ব্যবসার আওতাধীন উদ্যোক্তা অথবা ব্যবসায়ী উভয়েই যৌথভাবে কোন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। যদি কোন উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তবে সেসকল উদ্যোক্তারা অগ্রসর (Agrosor) এর আওতায় ঋণ গ্রহণ করবে সে সকল উদ্যোক্তাদেরকেও "সাধারণ সেবা ঋণের" অর্থ প্রদান করার সুযোগ থাকবে। "সাধারণ সেবা ঋণ" দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো-

- সদস্যকে প্রকল্প পরিচালনায় আত্নবিশ্বাসী হতে হবে।
- পরিবেশ উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।
- সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী পবিবেশ সম্মত উপায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে।
- ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।
- সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী কারখানা ডিজাইন করতে রাজি হতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত ও কর্ম উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান থাকতে হবে।
- নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ফ্যাক্টরিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং কারিগরী শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহ থাকতে হবে।
- সংস্থার সাধারণ সেবা ঋণ নীতিমালা মানতে হবে।
- শিশু শ্রম নিরুৎসাহিত করতে হবে।

আয় বর্ধনকারী সাধারণ সেবা ঋণ (Revenue Generating Common Service) ঋণ প্রদানের সুবিধাসমুহঃ

- উদ্যোক্তাদের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের সুবিধা নিশ্চিত করবে ।
- কর্ম-এলাকায় পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি পাবে ও উৎপাদনের সময় পণ্য বাতিল করার হার কমাবে।
- কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার হার হ্রাস পাবে।
- হলো ব্লক মেশিন, ইকো ব্রিকস মেশিন, পেভমেন্টালি মেশিন ও বিপনন বৃদ্ধি পাবে।
- উদ্যোক্তাগন সহজেই ক্রয় ও বিক্রয়ের সুবিধা পাবে।
- উদ্যোক্তার সাথে ভ্যালুচেইন হিসেবে অনেকের ব্যাবসার প্রসার ঘটবে।
- পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তাদের ঋণ সেবার পাশাপাশি মার্কেট লিংকেজ করা।
- পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রচার-প্রচারনা করা।
- ইএসডিও-এসইপি এর পরিবেশ সচেতনতা, লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন করা, উদ্যোক্তার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

খ. আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণ (Non-Revenue Generating Physical Activities Common Service): আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণ সাধারণত পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর প্রদান করা হয়ে থাকে। আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়-

মডেল উদ্যোক্তা নির্বাচন ঃ

ক) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনে আগ্রহী থাকতে হবে।

খ) ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ) নতুনত্ব গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে।

ঘ) উৎপাদিত পণ্যের সনদায়ন করণে আগ্রহী হতে হবে।

ঙ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করে উদ্যোগ পরিচালনার মানসিকতা থাকতে হবে।

অনুদানের শর্তাবলী (মডেল উদ্যোক্তা) ঃ

ক) উদ্যোক্তার নিজস্ব কারখানা থাকতে হবে।

খ) পরিবেশ উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে।

গ) প্রতিষ্ঠানের বৈধ্য ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।

ঘ) প্রশিক্ষণে আগ্রহী হতে হবে।

ঙ) প্রতিষ্ঠানের সাইন বোড থাকতে হবে।

শেড প্রদানে উদ্যোক্তা নির্বাচন ঃ

ক) নিজস্ব বা ভাড়া জমিতে কারখানা থাকতে হবে।

খ)পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনে আগ্রহী থাকতে হবে।

গ) শেড নির্মাণে সংস্থার ডিজাইনে আগ্রহী হতে হবে।

ঘ) অন্যজনকে সেড হস্তান্তর করা যাবেনা।

অনুদানের শর্তাবলী (সেড প্রদান) ঃ

ক) উদ্যোক্তার নিজস্ব কারখানা থাকতে হবে।

খ) পরিবেশ উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে।

গ) প্রকল্পের কাজে সেড ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) শেড এর রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

অনুদানের শর্তাবলী (মডেল উদ্যোক্তা) ঃ

উদ্যোক্তা নির্বাচন (মেশিন) ঃ

ক) নিজস্ব বা ভাড়া জমিতে কারখানা পরিচালনা করতে হবে।
খ) যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
গ) উদ্যোক্তাকে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনে মানসিকতা থাকতে হবে।
ঘ) সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী কারখানার ডিজাইন গ্রহণে আগ্রহী থাকতে হবে।
ঙ) আর্থিক অংশিদারীত্ব প্রদানের সক্ষমতা থাকতে হবে।
চ) ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হতে হবে।
ছ) সরকারী নির্দেশনা পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।
জ) প্রতিষ্ঠানের বৈধ্য ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে।
ঝ) আগ্রহীদেও জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
ঞ) বর্জ্য থেকে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন করাই মূল লক্ষ্য হতে হবে।
ট) সর্ব স্তরের সকল মানুষ সেখান থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।
ঠ) পরিচালনার জন্য একটি নীতি মালা প্রনয়ন করতে হবে।

মডেল স্থাপনা (মসজিদ/লাইব্রেরী/পাবলিক টয়লেট) ঃ

ক) অধিক প্রচারের জন্য জনসাধারণ সমাগম হয় এমন স্থান (জায়গা) নির্বাচন করা।
খ) বাজার/রাস্তার সংলগ্ন দৃশ্যমান জায়গা নির্ধারণ করা।
গ) কার্যকরী পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে।
ঘ) বাজেট বহিঃর্ভুত ব্যয় নির্বাহ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।
ঙ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্পের ডিজাইনে স্থাপনা নির্মাণে সহমত থাকতে হবে।
চ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্পের সাইনবোর্ড ও অন্যান্য সাইন সিম্বল ব্যবহার করতে হবে।
ছ) মডেল স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক ও সাংগঠনিক অনুমোদন থাকতে হবে।
জ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করার মানসিকতা থাকতে হবে।

আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণ (Non-Revenue Generating Physical Activities Common Service) ঋণ প্রদানের সুবিধাসমুহঃ

- উৎপাদিত পণ্যের অধিক প্রচলন হবে।
- পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
- পণ্যের গুনগতমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

পরিবেশ (Environment): পরিবেশ কথাটি এসেছে ইংরেজি Environmen শব্দ থেকে। Environ কথাটির অর্থ হল ঘিরে থাকা। তাই পরিবেশ কথার সাধারণ অর্থ হল- যা পরিবেষ্টন করে থাকে বা ঘিরে থাকে। বিশিষ্ট অধ্যাপক জিসবাট এর মতে, যে সকল উপাদান সাময়িকভাবে কোন বস্তুকে ঘিরে থাকে এবং তার ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাই হল পরিবেশ।

পরিবেশকে প্রধানত দুটি মুল বিভাগে বিভক্ত করা যায়-

- প্রাকৃতিক পরিবেশ
- সামাজিক পরিবেশ

পরিবেশগত চর্চা (Environmental Practice) : পরিবেশগত চর্চা হচ্ছে পরিবেশের পরিবর্তনশীল রূপের চর্চা বা পর্যালোচনা করা। অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং পরিবেশের প্রতি তার ব্যবহার পরিবেশকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা তুলে ধরা। এছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে মানুষের জীবনযাত্রা ও তার সভ্যতাকে প্রভাবিত করে তা তুলে ধরা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

"পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বিষয়ক যে সকল চর্চাসমুহ অনুশীলন করা হয় তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল-

প্র্যাকটিস	**এসইপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য প্রস্তুতকৃত অঙ্গীকারনামা উল্লিখিত পরিবেশের উন্নয়নে বাস্তবায়িত কর্মকান্ডকে প্র্যাকটিস হিসেবে গণ্য করা হবে। যেমন: শব্দ দূষণ রোধে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকান্ড সমুহের সমন্বয়ে একটি প্র্যাকটিস হিসেবে গণ্য হবে। আবশ্যকরণীয় প্যাকটিস সমূহকে রিসোর্স এফিসিয়েন্ট, পরিবেশ দুষণ (মাটি, পানি, শব্দ, বায়ু) রোধ ও জলবায়ু সহিষ্ণু হতে হবে।**
প্র্যাকটিস (১-২০)	**প্র্যাকটিস সমুহের বিবরণ**
প্র্যাকটিস -১	কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ। যেমন: বিভিন্ন বর্জ্য পোল্ট্রি লিটার, গোবর, ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নি শিখা ইত্যাদির কারণে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস্ (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোশ), এপ্রোন, ও চশমা (সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা। অথবা বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি থেকে উদ্যোগে কর্মরতদের সুরক্ষা করা।
প্র্যাকটিস -২	প্রথিমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা।
প্র্যাকটিস -৩	অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (মাটি, বালি ও পানি) সমুহের আয়োজন করা।
প্র্যাকটিস -৪	কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা। কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ।
প্র্যাকটিস -৬	বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করা। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করা হয়।
প্র্যাকটিস -৭	কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মাথার উপরের স্থানে ভারী কোন বস্তুর মজুদ থাকলে তা অপসারণ করা।
প্র্যাকটিস -৮	শ্রমিকদের/ কর্মীদের বিশ্রাম ও খাবার গ্রহনের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা।
প্র্যাকটিস -৯	উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা।
প্র্যাকটিস -১১	নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। পণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর/ রোগাক্রান্ত পশুকে আলাদারাখাকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন: গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দুগ্ধ) মান ভাল হবার জন্য সবুজ ঘাস খাওয়ানো । নতুন ক্রয়কৃত সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু আলাদা রাখা। গুণগত ও ভালো মানের কাঁচামাল/ ইনপুট (রং, ক্যামিক্যাল ও এসিড) ব্যবহার করা। পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা। পণ্য উৎপাদনে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল মেনে চলা ইত্যাদি।
প্র্যাকটিস -১৪	উদ্যোগে সৃষ্ট শব্দ দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ।
প্র্যাকটিস -১৫	উদ্যোগে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। যেমন বর্জ্য (জৈব বর্জ্য) থেকে কম্পোস্ট সার/বায়োগ্যাস, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরি ইত্যাদি।
প্র্যাকটিস -১৭	সচেতনতা নোটিশ সংক্রান্ত (শব্দ, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়; অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা।

“পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ” শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বিষয়ক উপরে বর্ণীত চর্চাসমুহের হালনাগাদ তথ্য-

মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুন-২০২৩ পর্যন্ত)

পরিবেশ উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রম	শাখার নাম	বিগত মাসের মোট লক্ষ্যমাত্রা*		পরিবেশ উন্নয়নে উদ্যোক্তার অঙ্গীকার মোতাবেক মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ				পরিবেশ উন্নয়নে উদ্যোক্তার অঙ্গীকার মোতাবেক ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (এ পর্যন্ত)	
				চলতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি মাসের অর্জন			
		উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা
১	শান্তিনগর	২৯	৪৪	১	১	১	১	৩০	৪৫
২	গড়েয়া	১৮	৩৩		১		১	১৮	৩৪
৩	মুন্সিরহাট	২৮	৫৭					২৮	৫৭
৪	রানীবন্দর	১০	১৯					১০	১৯
৫	বালিয়াডাঙ্গী	১৯	২৯	২	২	১	১	২০	৩০
৬	নেকমরদ	৮	১০	১	১	১	১	৯	১১
৭	লাহিরীহাট	১০	২১					১০	২১
৮	রানীশংকৈল	১০	১৪					১০	১৪
৯	সালান্দর	৯	১৫					৯	১৫
১০	সরকারপাড়া	৭	১০	১	১	১	১	৮	১১
মোট	১০	১৪৮	২৫২	৫	৬	৪	৫	১৫২	২৫৭
	* ঋণ বিতরণের সময় উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশ উন্নয়নে প্রদত্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী সংখ্যা								

পরিবেশ উন্নয়নে প্র্যাকটিস সমুহের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

ক্রম	প্র্যাকটিস	বিগত মাসের মোট লক্ষ্যমাত্রা*		পরিবেশ উন্নয়নে উদ্যোক্তার অঙ্গীকার মোতাবেক মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ				পরিবেশ উন্নয়নে উদ্যোক্তার অঙ্গীকার মোতাবেক ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (এ পর্যন্ত)	
				চলতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি মাসের অর্জন			
		উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা
১	প্র্যাকটিস -১	১৭	২২					১৭	২২
২	প্র্যাকটিস -২	১২	১৩	১	১	১	১	১৩	১৪
৩	প্র্যাকটিস -৩	৭	৮	-	-	-	-	৭	৮
৪	প্র্যাকটিস -৪	৬২	৮১	২	২	২	২	৬৪	৮৩
৫	প্র্যাকটিস -৬	৬	৭					৬	৭
৬	প্র্যাকটিস -৭	৪	৪		-		-	৪	৪
৭	প্র্যাকটিস -৮	২	২	-	-	-	-	২	২
৮	প্র্যাকটিস -৯	৮	৯	১	১	১	১	৯	১০
৯	প্র্যাকটিস -১০	-	০	-	-	-	-	-	০
১০	প্র্যাকটিস -১১	১০	১০	-	-	-	-	১০	১০
১১	প্র্যাকটিস -১৪	৪	৪	-	-	-	-	৪	৪
১২	প্র্যাকটিস -১৫	৪	৩	-	-	-	-	৪	৩
১৩	প্র্যাকটিস -১৭	১১৪	৮৯	১	১	১	১	১১৫	৯০
	মোট	২৫০	২৫২	৫	৫	৫	৫	২৫৫	২৫৭

উপরে বর্ণিত পরিবেশ উন্নয়নে প্র্যাকটিস সমুহের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ছক থেকে দেখা যায়, সাসটেনেইবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্পের "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগন (২৫৭ জন) তাদের কারখানার পরিবেশ উন্নয়নে এখন নিয়মিতভাবে পরিবেশগত চর্চাসমুহ পালনের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমুহ বাস্তবায়নে সহযোগীতা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চর্চা সমুহ যেমন প্র্যাকটিস -১ চর্চা করছে ২২ জন উদ্যোক্তা, প্র্যাকটিস -২ চর্চা করছে ১৪ জন উদ্যোক্তা, প্র্যাকটিস -৪ চর্চা করছে ৮৩ জন উদ্যোক্তা, প্র্যাকটিস -১১ চর্চা করছে ১০ জন উদ্যোক্তা এবং প্র্যাকটিস-১৭ চর্চা করছে ৯০ জন উদ্যোক্তা যা সংখ্যায় সর্বচ্চ।

পরিবেশচর্চা মনিটরিং পদ্ধতিঃ

পরিবেশ মনিটরিংয়ের জন্য ফিল্ড অফিসারের নিকট মনিটরিং শিট রয়েছে । তিনি নিয়মিত পরিবেশ অনুশীলন তদারকি করেন । শাখা পর্যায়ে ব্যবস্থাপকের কাছে একটি মনিটরিং শিট রয়েছে তিনি নিয়মিত ফিল্ড অফিসারের কাছে রিপোর্ট নেন। প্রকল্পের পরিবেশগত অফিসার সকল রিপোর্ট সমন্বয় করেন । চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট জমা দেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক যাচাই করে অনুমোদন দিয়ে থাকেন ।

- পরিবেশগত চর্চাসমুহ পালনের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুকি অনেকাংশে কমে এসেছে । ফলে এখন তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলো কমে এসেছে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের হালকা কাটাছেড়াঁ গুলো তারা দুরত্বের কোন ফার্মেসী বা ডাক্তার ছাড়াই প্রয়োজনীয় ব্যবহারের মাধ্যমে সময় ও অর্থ দুটিতেই সাশ্রয়ী হচ্ছে ।
- অগ্নী নির্বাপক ব্যবস্থা(মাটি,বালি ও পানি) ও ফায়ার এক্সটিনগুইসার এখন তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করছে,ফলে এখন অগ্নিনিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা থাকায় অগ্নি ঝুকি হ্রাস পেয়েছে কারখানাগুলোতে
- আগে তারা তাদের শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুপেয় পানির তেমন কোন ব্যবস্থা রাখত না ,ফলে শ্রমিকদের কাজের মধ্যে একটা অনিহা লক্ষ্য করা যেত,এখন তারা কর্মক্ষেত্রে সুপেয় খাবার পানি ,হাত পা ধোয়ার পানির ব্যবস্থা রাখায় শ্রমিদের তাদের কাজের ক্ষেত্রে আগ্রহ বেড়েছে ব্হুলাংশে।
- এল ই ডি বাতি ব্যবহরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ এ এখন সাশ্রয়ীতা পাওয়া যাচ্ছে যা আগে লাল বাতির ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশি হত,ট্রান্সপ্ল্যান্ট চাল ব্যবহারের মাধ্যমে এখন দিনের বেলা বাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে হয় না,কারন এই চাল ব্যবহারে প্রয়োজনীয় আলো পাওয়া যায়
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগন তাদের কর্মস্থলে বিভিন্ন সচেতনতামুলক নোটিশ ঝুলানোয়(ধুমপান নিষেধ, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ,ফায়ার সার্ভিস এর নাম্বার ঝুলানো) এ সকল সচেতনতামুলক নোটিশ এর মাধমে জনগনের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠছে।

পরিবেশ ক্লাবঃ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় দুটি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা, স্থানীয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, ছাত্র ও মৌলভী ইত্যাদি নিয়ে গঠন করা হয়েছে পরিবেশ ক্লাবের সদস্য । পরিবেশ ক্লাব পরিবেশগত চর্চা সংক্রান্ত কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গ্রহণ করবে।

পরিবেশ ক্লাবের মাসিক সভা ও পরিবেশ ক্লাবের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস র‍্যালিতে অংশগ্রহণ।

পরিবেশগত চর্চাসমুহ পালনের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাষ্থ্যগত ঝুকি অনেকাংশে কমে এসেছে।

- প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের হালকা কাটাছেড়াঁ গুলো তারা দুরত্বের কোন ফার্মেসী বা ডাক্তার ছাড়াই প্রয়োজনীয় ব্যবহারের মাধ্যমে সময় ও অর্থ দুটিতেই সাশ্রয়ী হচ্ছে ।
- অগ্নী নির্বাপক ব্যবস্থা(মাটি,বালি ও পানি) ও ফায়ার এক্সটিনগুইসার এখন তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করছে,ফলে এখন অগ্নিনিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা থাকায় অগ্নি ঝুকি হ্রাস পেয়েছে কারখানাগুলোতে
- আগে তারা তাদের শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুপেয় পানির তেমন কোন ব্যবস্থা রাখত না ,ফলে শ্রমিকদের কাজের মধ্যে একটা অনিহা লক্ষ্য করা যেত,এখন তারা কর্মক্ষেত্রে সুপেয় খাবার পানি ,হাত পা ধোয়ার পানির ব্যবস্থা রাখায় শ্রমিদের তাদের কাজের ক্ষেত্রে আগ্রহ বেড়েছে বহুলাংশে।
- এল ই ডি বাতি ব্যবহরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ এ এখন সাশ্রয়ীতা পাওয়া যাচ্ছে যা আগে লাল বাতির ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশি হত,ট্রান্সপ্ল্যান্ট চাল ব্যবহারের মাধ্যমে এখন দিনের বেলা বাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে হয় না,কারন এই চাল ব্যবহারে প্রয়োজনীয় আলো পাওয়া যায়
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগন তাদের কর্মস্থলে বিভিন্ন সচেতনতামুলক নোটিশ ঝুলানোয়(ধুমপান নিষেধ, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ,ফায়ার সার্ভিস এর নাম্বার ঝুলানো) এ সকল সচেতনতামুলক নোটিশ এর মাধমে জনগনের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠছে।

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ:

কংক্রিট হলো-ব্লক:

কংক্রিট হলো-ব্লক (Concreate Hollow Block) বিভিন্ন ধরণের ভারবাহী বা অ-ভারবাহী দেয়াল নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় সাইজের এ কংক্রিট ব্লক ব্যবহারের ফলে সংযোগ সংখ্যা কমবে এবং মর্টার এর ব্যবহার কম হবে। হলো ব্লক ভাল অন্তরক হিসাবে কাজ করে এবং শব্দ, তাপ ও আর্দ্রতা প্রতিরোধক। আনুপাতিক হারে সিমেন্ট,বালি, পাথর, ছাই ও অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে এই ব্লক তৈরি করা হয়।

কংক্রিট সলিড ব্লক:

কংক্রিট সলিড-ব্লক (Concreate Hollow Block) বিভিন্ন ধরণের ভারবাহী বা অ-ভারবাহী দেয়াল ও মেঝে নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে মর্টার এর ব্যবহার কম হয়। সলিড ব্লক আনুপাতিক হারে সিমেন্ট,বালি, পাথর, ছাই ও অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে এই ব্লক তৈরি করা হয়। পরিবেশবান্ধব ইকো ব্রিকস ব্যবহারে কোন ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয় না। স্বয়ংক্রিয় মেশিনে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে তৈরী হয় । যার ফলে এর মাপ সঠিক হয়, ঘনত্ব বেশি হয় ও মজবুত হয় । পানি শোষন করেনা বলে সহজে নষ্ট হয় না ।

ইউনিপেভার:

ইউনিপেভার এক ধরনের কংক্রিট সলিড ব্লক যা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ভারী রাস্তা, পার্কিং ও ফুটপাত তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন রং এর হয়ে থাকে। ইউনিপেভার দ্বারা বিভিন্ন নির্মানের কাজে কোন প্রকার সিমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না।

পেভমেন্ট টাইলস:

পেভমেন্ট টাইলস ইউনিপেভারের মতোই পার্কিং ও মেঝেতে ব্যবহার করা হয়। টাইলস সাধারণত সিরামিক দিয়ে বানানো হয়। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশের কথা চিন্তা করে সিমেন্ট, পাথর ও ছাই দিয়েও বানানো হচ্ছে ।

কংক্রিট হলো-ব্লক ও সলিড ব্লক ও ইউনিপেভার তৈরীর কাঁচামালঃ

ব্লক তৈরী করার জন্য যে সব নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা ব্লক তৈরীর কাঁচামাল বলে থাকি। নিম্নে কাঁচামাল সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক. নদীর মোটা বালি ও চিকন বালি
খ. ভাঙ্গা পাথর
গ. নূড়ি পাথর
ঘ. পাথরের ডাস্ট
ঙ. ছাই
চ. সিমেন্ট
ছ. এডমিক্সার (কেমিক্যাল)

নিম্নে এগুলো সর্ম্পকে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক. নদীর মোটা বালি ও চিকন বালি ঃ

মোটা বালি সাধারনত ২.৫ এফএম বিশিষ্ট বালিকে আমরা মোটা বালি বলে থাকি। উৎস- নদী, ক্রাস ষ্টোন। অপরদিকে সাধারনত ১.৩ এফএম বিশিষ্ট বালিকে আমরা চিকন বালি বলে থাকি। উৎস- নদী ও ভূগর্ভ।

খ. ভাঙ্গা পাথর ঃ কনক্রিট ব্লক তৈরীর ক্ষেত্রে পাতর হচ্ছে অত্যবশ্যকীয় কাঁচামাল। ব্লক তৈরীর ক্ষেত্রে এই পাথর ২০%, ৩০%, ৪৫% হারে ব্যবহার করা হয়। ব্লক তৈরীর ক্ষেত্রে পাথর এর সাইজ ৩ এমএম থেকে ৬ এমএম পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

গ. নূড়ি পাথর ঃ নূড়ি পাথর ক্ষুদ্র আকারের হয়। এটি সাধারনত নদীতে বালি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

ঘ. পাথরের ডাস্ট ঃ আমরা জানি, পাথর ক্রশিং করার সময় কিছু ডাষ্ট বা ক্ষুদ্র কণা অবশিষ্ট থাকে ঐ ক্ষুদ্র কণাকে আমরা পাথরের ডাষ্ট বলি।

ঙ. ছাই ঃ হ্যাস্কিং মিল অথবা কয়লা ছাই ৫% হারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চ. সিমেন্ট ঃ হলো ও সলিড ব্লক তৈরীর জন্য সাধারনত পোর্ট ল্যান্ড সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

ছ. এডমিক্সার (কেমিক্যাল) ঃ ব্লক তৈরীর জন্য অত্যন্ত কম পরিমানে পানি ব্যবহার করা হয় তাই ক্রংক্রিটের মিশ্রনের সাথে সামান্য পরিমানে ক্যামিক্যাল ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

দৈর্ঘ্য ১০ * উর্চ্চতা ১৫ = ১০০ বর্গফুট পোড়া ইটের দ্বারা কাজের গাঁথুনি খরচ

ক্র:নং	বিবরণ	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	পোড়া ইট	৫৪৪ টি	১৪	৭৬১৬/-
০২	সিমেন্ট	৮০.৩৫ কেজি	১৩	১০৪৫/-
০৩	বালু	৮.০০ সিএফটি	১২	৯৬/-
০৪	শ্রমিক ২ জন (একজন মিস্ত্রি একজন হেলপার)	১১ ঘন্টা	১৫০	১৬৫০/-
	মোট:			**১০৪০৭/-**

দৈর্ঘ্য ১০ * উর্চ্চতা ১৫ = ১০০ বর্গফুট হলো-ব্লক দ্বারা কাজের গাথুঁনি খরচ

ক্র:নং	বিবরণ	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	হলো-ব্লক	১১৭ পিস	৫০	৫৮৫০/-
০২	সিমেন্ট	৪৫ কেজি	১৩	৫৮৫/-
০৩	বালু	৪ সিএফটি	১২	৪৮/-
০৪	শ্রমিক ২ জন (একজন মিস্ত্রি একজন হেলপার)	৭ ঘন্টা	১৫০	১০৫০/-
	মোট:			**৭৫৩৩/-**

দৈর্ঘ্য ১০ * উর্চ্চতা ১৫ = ১০০ বর্গফুট সলিড-ব্লক দ্বারা কাজের গাঁথুনি খরচ

ক্র:নং	বিবরণ	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	সলিড ব্লক	৪৬০ পিস	১৩	৫৯৮০/-
০২	সিমেন্ট	৭১ কেজি	১৩	৯২৩/-
০৩	বালু	৭ সিএফটি	১২	৮৪/-
০৪	শ্রমিক ২ জন (একজন মিস্ত্রি একজন হেলপার)	৯ ঘন্টা	১৫০	১৩৫০/-
	মোট:			**৮৩৩৭/-**

- **হলো-ব্লক দিয়ে খরচ কম হয় ২৮%**
- **সলিড ব্লক দিয়ে খরচ কম হয় ২০%**

পরিবেশবান্ধব হলো ব্লক ব্যবহারের সুবিধাসমুহঃ

- হলো ব্লক পরিবেশবান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী।
- হলো ব্লক সাধারণ ইটের থেকে প্রায় ৫ গুণ বড় তাই সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় করে ।
- আকার, আকৃতি দেখতে নিখুত ও সুন্দর ।
- হলো ব্লকের ওজন পোড়া মাটির ইটের তুলনায় কম ।
- হলো ব্লকের দেয়ালে প্লাস্টারের প্রয়োজন হয় না ।
- বিল্ডিং এ লোনা না জমার ফলে বিল্ডিং ড্যাম হয় না ।
- হলো ব্লক-এ পিএসআই বেশি থাকায় সাধারণ ব্রিকস এর তুলনায় টেকসই বেশি হয় ।
- হলো ব্লকের তৈরী ভবন ভুমিকম্প সহনশীল ।
- পানি ও তাপে এই হলো ব্লক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।
- হলো ব্লক শিল্প ও বাণিজ্যিক নির্মাণের জন্য আদর্শ ।
- গরম কালে ঘরের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রী কম রাখে এবং শীত কালে ঘরের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রী বেশি রাখে

স্থিতিমাপ	পোড়ামাটির ইট	হলো ব্লক
আকার	৯*২.৭৫*৪ ইঞ্চি	১৬*৮*৪.৫ ইঞ্চি
সংখ্যা	প্রায় ৫ টি	১ টি (৫টির সমান)
কাঁচামাল	কৃষি জমির উর্বর মাটি	সিমেন্ট, বালি, নুড়ি পাথর, পাথরের গুড়া, ছাই, পানি
ওজন	৫টির ওজন ১৫-১৬ কেজি	১টির ওজন ১১-১২ কেজি
চাপ নেয়ার ক্ষমতা	৭-৯ এমপিএ	৮-১২ এমপিএ
পানি শোষণ ক্ষমতা	১২.৬-২০.৫৫%	২.২২-৪.৮৪%
শব্দ দেয়াল ভেদ করার ক্ষমতা	৬-১১ ডেসিবল	২-৪ ডেসিবল
ঘরের ভেতর তাপমাত্রা	স্বাভাবিক	গরমকালে ৬ ডিগ্রী কম শীতকালে ৬ ডিগ্রী বেশি থাকে
প্লাস্টার	২০-২৫ এমএম লাগে	১০-১২ এমএম লাগে

তথ্যসূত্রঃ HBRI Report

উপ-প্রকল্পের অর্জন সমূহ:

উপ-প্রকল্পের অর্জন সমুহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক কে ইনডিকেটর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে--

RESULT FRAMRWORK

Results Indicators*	Unit of measurement	Baselines	Cumulative Annual Targets			Cumulative Achieivement
			Y1	Y2	End target	
PDO Indicator 1: Microenterprises targeted by the project that have adopted at least one environmentally sustainable practice	Number	0	120	240	240	253 (105%)
PDO Indicator 2: Share of target beneficiaries with rating 'satisfactory' or above on project interventions Results Indicators* (disaggregated by sex)	Percentage (Female)	0	20%	60%	60% (30%)	57% (22%)
PDO Indicator 3: Targeted micro-enterprises that continue the adopted environmentally sustainable practice (disaggregate by sex of ME owner)	Percentage (Female)	0	40%	50%	50% (30%)	51% (28%)
Component 1: Enhancing Service Facilities and Enabling Systems						
Revenue Generating Common Services	Number of Activities	0	1	2	2	14
Non-Revenue Generating Physical Activities	Number of Activities	0	6	12	12	12
Eco Labeling & Access to premium market	Number of ME	0	30	75	75	73
Capacity Building of MEs	Number of ME	0	70	210	21	210
Component-2 Strengthen access to finance for environmentally friendly and resilient micro-enterprises						
ME Loan Support	Number of ME	0	150	150	300	300

*উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় ইনডিকেটর-১ এ বলা হয়েছে কমপক্ষে ১ টি টেকসই পরিবেশগত চর্চা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগন অনুশীলন করে আসছে । পরিবেশগত চর্চা: (প্র্যাকটিস -১ কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ যেমন বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নি শিখা ইত্যাদির কারণে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস্ (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোশ), এপ্রোন, ও চশমা (সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে আমাদেও লক্ষমাত্রা অর্জন হয়েছে ১০৫%।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় ইনডিকেটর-২ এ বলা হয়েছে পরিবেশগত চর্চা প্রতিপালনে সন্তুষ্টিজনক বা ভালো অবস্থায় রয়েছে ৫৭%। যেমন অনেকের মধ্যে আমাদের উদ্যোক্তা পুলিনের কথা বলা যায়। তিনি তার কারখানায় টেকসই পরিবেশগত চর্চা পালন করে আসছেন। তিনি পরিবেশ চর্চা পালনের জন্য আমরা তাকে পাঁচ তারকা বিশিষ্ট সাইন বোর্ড প্রদান করি।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় ইনডিকেটর-৩ এ বলা হয়েছে "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশগত চর্চা নিয়মিত ভাবে অনুশীলন করবে ৮৩% সদস্য (প্রথম বছরে ১৮% ও দ্বিতীয় বছরে ৮৩% এবং এর মধ্যে নারী ৭৯%) । যার মধ্যে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে প্রথম বছরে ২২ জন ও দ্বিতীয় বছওে ২০৭ জন মোট ২০৭ জন সদস্য। যা আমাদের কাঙ্খিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ৮৩%। %। যেমন অনেকের মধ্যে উদ্যোক্তা আবু বক্কর সিদ্দিক এর কথা বলা যায়। তিনি তার কারখানায় টেকসই পরিবেশগত চর্চা অনুশীলন করে আসছেন।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় কমপোনেন্ট-১ এর ১ এ বলা হয়েছে "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে আয়-বর্ধনকারী সাধারণ সেবার আয়তায় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিলো ২ বছরে মোট ২ জন। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে ১৪ জন যা শতকরা ৭০০%।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় কমপোনেন্ট-১ এর ২ এ বলা হয়েছে "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে আয় বহির্ভূত অবকাঠামোগত সাধারণ সেবা ঋণের আয়তায় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিলো ২ বছরে ১২ জন। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে ১২ জন যা শতকরা ১০০%।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় কমপোনেন্ট-১ এর ৩ এ বলা হয়েছে "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রিমিয়াম মার্কেটে কত জনকে প্রবেশ করানো হয়েছে এ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিলো ২ বছরে মোট ৭৫ জন উদ্যোক্তা। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে ৭২ জন যা শতকরা ৯৬%।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় কমপোনেন্ট-১ এর ৪ এ বলা হয়েছে "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিলো ২ বছরে মোট ২১০ জন উদ্যোক্তা। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে ২৩৬ জন যা শতকরা ১১২%।

* উপরে বর্ণিত রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখা যায় কমপোনেন্ট-২ এর ১ এ বলা হয়েছে "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিলো ২ বছরে মোট ৩০০ জন উদ্যোক্তা। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে ২৬২ জন যা শতকরা ৮৭%।

একটি সফলতার গল্প

উদ্যোক্তা আবু বক্কর সিদ্দিক

মো: আবু বক্কর ছিদ্দিক আওলিয়াপুর ইউনিয়ন, গ্রাম: মাদারগঞ্জ, ডাকঘর: কচুবাড়ি, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও। বর্তমানে তিনি ইকো হলো ব্লক ব্যবসায়ী। পূর্বে স্যানিটারী ব্যাবসার সাথে জড়িত ছিলেন। স্যনেটারি ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার সময় তার ব্যবসায়িক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। ফলে অর্থিক সংকটে দিন যাচ্ছিল। এক সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যবসা বন্ধ করে দিবেন। এর পর ২০১৭ সালে প্রথম এসডিএল প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে ইএসডিওর সাথে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট এর আওতাধীন ইকো ফ্রেন্ডলী কনস্ট্রাকসন মেটেরিয়াল প্রকল্প সর্ম্পকে জানতে পারেন। তখন ইএসডিওর ততকালিন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা তাকে ইকো ফ্রেন্ডলী কনস্ট্রাকসন মেটেরিয়াল প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করে।তার এই বিষয়ে আগ্রহের সুবাদে তারা হলো ব্লক ও সলিড ব্লক এর উপর ট্রেনিং করার কথা জানালে তিনি ই্এসডিওর অধিনে পাঁচ দিনের আবাসিক ট্রেনিং গ্রহন করেন।এই ট্রেনিং করার সুবাদে হলো ব্লক ও সলিড ব্লক এর পরিবেশ গত দিক সর্ম্পকে জানতে পারেন। আরও জানতে পারেন কিভাবে পরিবেশের খতি না করে আমরা গৃহ র্নিমাণের উপকরণ (ইট, ব্লক) তৈরি করা যায়। এবং তিনি বলেন, “আমি মনে মনে পরিকল্পনা করি কিভাবে আমি এই ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে আমার ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন করতে পারি। কিন্তু ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় মূলধন। পরবর্তিতে ইএসডিওর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রস্তাব রাখি যে, যেহেতু আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাই এই ব্লক তৈরির মেশিন কেনার সামর্থ আমাদের নেই। আবার ঋণ নিয়ে যে এই মেশিন কিনব সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করার মতো সামর্থ আমার ছিল না তিনি যোগ করেন”। পরবর্তিতে তার আগ্রহ ও সার্বিক দিক বিবেচনা করে তারা তাকে একটি ব্লক তৈরির মেশিন বিনামূল্যে প্রদান করেন। মেশিন ও ট্রেনিং পাওয়ার পরে তিনি একটি কারখানা স্থাপন করেন।

তিনি বলেন “শুরুর দিকে আমার ব্যবসা খুব একটা ভালো চলছিল না তবে বর্তমানে আমার ব্যবসা যথেষ্ট ভালো চলছে। পরবর্তীতে আমি এই প্রকল্পের অধীনে আরও অনেক প্রশিকক্ষণ নিয়েছি। এখন আমার কারখানায় আমি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার ব্লক তৈরি করি। এবং বর্তমানে দিন দিন এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমার কারখানায় আমি সহ মোট পাঁচ জন কাজ করি। আমি এই জন্য খুশি যে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হবার পরে আমার অর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে আরও চার জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি এবং আমার সামাজিক মর্যাদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে”।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

যেহেতু এই ব্লক এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং তার ইচ্ছা বর্তমানের চেয়ে এই ব্লক উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজার ব্লক উৎপাদন করা। তিনি বলেন এতে যেমন তিনি অর্থিক লাভবান হবেন পাশাপাশি তার মাধ্যমে আরো অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন, পোড়া মাটির ইটের ক্ষতিকর দিক গুলো বিবেচনা করে এই ইট ব্যবহার করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। সেই সাথে এই ইকো ব্লক এর পরিবেশ সম্মত দিক গুলো তুলে ধরে এই ব্লক এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে।

দিনমজুর থেকে একজন সফল উদ্যোক্তা

মো: খাদেমুল ইসলাম, গ্রাম: ররুনাগাঁও, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও। তিনি বর্তমানে ইকো ব্লক ব্যাবসার সাথে জড়িত। বর্তমানে তার কারখানায় দৈনিক ২৫০-৩০০ টি ব্লক উৎপাদন হয়। তিনি সহ তার কারখানায় প্রায় সব মিলে ০৩ জন কাজ করে। আজ আমরা তার সম্পর্কে জানার চেষ্ট করছি।তার সাথে কথা বললে তিনি জানান পূর্বে তিনি ইট ভাটায় দিন মজুর হিসাবে কাজ করতেন। তার বক্তব্য মতে সে সময় তার আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে কোন দিন কাজে যেতে না পারলে তার পরিবারে তিন বেলা খাবার জুটতো না। এয়াড়াও ইট ভাটায় ইট তৈরীতে যে কাঠ বা গাছ ব্যবহার করা হত সে বিষয়টি তাকে খুব চিন্তিত করতো।

তিনি বলেন যে সে সময় তিনি শুধু ভাবতেন এভাবে গাছ বা কাঠ ব্যবহার করতে থাকলে তো এক সময় তার চারপাশে কোন গাছাই অবশিষ্টি থাকবে না।

উদ্যোক্তা খাদেমুল ইসলাম

এছাড়াও তিনি বলেন ইট ভাটাই কাজ করা খুবই বিপদজ্জনক মনে হত তার কাছে। তিনি আরও যোগ করেন, সে সময় পরিবেশ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলেও এতটুকু বুঝতাম যে ইট তৈরী করতে গিয়ে আমরা সব গাছ কেটে ফেলছি। পরবর্তীতে তিনি এই পেশা ছেড়ে দেন এবং রাজমিস্ত্রির যোগানদার হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাতেও তার পরিবারে স্বচ্ছলতা আসে নি। এর মধ্যে তিনি তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারেন ইএসডিও ঘরবাড়ি নির্মানে ইটের বিকল্প হিসাবে ব্লক তৈরীর উপর কারিগরি প্রশিক্ষন দিবে। তিনি বলেন এটি জানার পর এ বিষয়ে তার আগ্রহ তৈরী হলে তিনি ইএসডিও তে যোগাযোগ করেন এবং এই ব্লক তৈরীর উপর ৫ দিনের আবাসিক ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ট্রেনিং নিলেও তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকার কারনে কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তার ছিলো না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এরপর তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য ইএসডিও তে চাইলে তাকে কারিগারি সহযোগীতা সহ তাকে ব্লক বানানোর মেশিন ইএসডিও থেকে বিনামূল্যে প্রদান করলে তার স্বপ্ন পূরণের পথ এক ধাপ এড়িয়ে যায়। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

তিনি বলেন সে সময় ই্এসডিও প্রয়োজনীয় সহযোগীতা না করলে সে হয়তো দারিদ্রর কষাঘাত থেকে কোন দিনও বের হতে পারতেন না। তিনি বলেন কারখানা স্থাপনের অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরতে শুরু করে বলে তিনি উল্লেখ করে। এর পরে তাকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয় নি। বর্তমানে তার কারখানায় দৈনিক ব্লক উৎপাদন হয় ২৫০-৩০০ টি। এবং তিনি সহ তার কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ০৩ জন মানুষের।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

তিনি উল্লেখ করেন যতই দিন যাচ্ছে এই ব্লকের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তার পরিকল্পনা ভবিষ্যতে তার কারখানার পরিসর তিনি আরও বাড়াতে চান। তিনি বলেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে তার উৎপাদন যেন দৈনিক ১০০০ হয় সেই লক্ষে তিনি কাজ করে যাচ্ছে। তিনি চান তার এই সাফল্যের কথা সবাই জানুক এবং সবাই যেন সবার জায়গা থেকে অত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। সবশেষ তিনি বলেন তার আজকের এই সফল্যের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ই্এসডিও তাই তিনি এই সংস্থার প্রতি চীর কৃতজ্ঞ।

একটি স্বপ্ন পূরনের গল্প

নাম: মো: আশরাফুল ইসলাম গ্রাম: কচুবাড়ি বোর্ড অফিস ইউনিয়ন: আওলিয়াপুর থানা: ভুল্লি জেলা: ঠাকুরগাঁও। তিনি বর্তমানে হলো ব্লক ও সলিড ব্লক ব্যবসার সাথে জড়িত।তার কারখনায় দুটি মেশিন দ্বারা দৈনিক ব্লক উৎপাদন হয় প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০টি।

২০১৭ সালের পূর্বে তিনি কৃষি কাজ করতেন। এর পর ভগ্যের চাকা ঘুরাতে সর্ব প্রথম ২০১৭ সালে ছোট একটি স্যনেটারি কারখানা গড়ে তোলেন। তিনি বলেন সে সময় ব্যবসা চলছিলো মোটামুটি, তবে তা আমার জন্য পর্যাপ্ত ছিলো না। এভাবে বেশ কয়েক বছর চলতে থাকে। যত দিন যেতে থাকে ততই দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে সংসারের বাড়তি খরচ বহন করা তার জন্য দূর্বিসহ সহে ওঠে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরিবারের বাড়তি খরচ মেটাতে তিনি এই ব্যবসার পাশাপাশি বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে থাকেন। এর পর ২০২২ সালের প্রথম দিকে সালন্দর শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শাখা ব্যাবস্থাপকের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ইএসডিও ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক ইটের বিকল্প ব্লকের উপর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষন দিচ্ছে। এটা জানার পর তার আগ্রহ তৈরী হলে তিনি ঐ শাখা ব্যাবস্থাপকের মাধ্যমে ইএসডিও অফিসে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে এই ব্লকের উপর তিনি ৫ দিনের আবাসিক টেনিং গ্রহণ করেন। ট্রেনিং শেষে ইএসডিও থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হলো ব্লক তৈরীর একটি মেশিন তাকে দেওয়া হয়। এটি দিয়েই তিনি তার কারখানায় ব্লক উৎপাদন শুরু করে। তিনি বলেন অল্প কিছু দিনের মধ্যে এই ব্লকের প্রতি মানুষের চাহিদা তৈরী হলে তিনি নিজ খরচে আরও একটি মেশিন স্থাপন করেন। বর্তমানে তার কারখানায় দুটি মেশিন দিয়ে হলো ব্লক ও সলিড ব্লক তৈরী হয় আনুমানিক ৩০০-৪০০ টি। তিনি বলেন এই ব্যাবসা তার আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে তিনি অর্থিক ভাবে যর্থেষ্ট স্বচ্ছল।

তিনি আর বলেন এই কারখানা যেমন তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি এনেছে ঠিক তেমনি তার কারখানার অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তার কারখানায় বর্তমানে ৩-৪ জন দৈনিক কাজ করে। এই ব্লকের বিভিন্ন উপকারী দিক যেমন এটি তৈরীর ক্ষেত্রে যেমন পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না, অন্যান্য ইটের তুলনায় বাড়ি তৈরীতে খরচ কম এবং বাড়ি দেখতে দৃষ্টি নন্দিত হওয়ায় তার উৎপাদিত কারখানার হলো ব্লক দিয়ে তিনি নিজেই বাড়ি নির্মান করেন।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

তিনি তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে বলেন, তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন অনেক বড় কারখানার মালিক হবেন। তার কারখানায় শত শত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন যেহেতু এই ব্লক পরিবেশবান্ধব এবং মানুষের মধ্যে এর চাহিদা তৈরী হচ্ছে সুতরাং তার স্বপ্ন খুব দ্রুতই পূরন হবে বলে তিনি আশাবাদী। সর্বশেষ তিনি বলেন তার এই ভাগ্যে পরিবর্তনে ইএসডিও খুবই গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষিত বেকার যুবক থেকে একজন সফল উদ্দ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প

আব্দুল কাদের সোনার বাংলা ব্লক, ব্রিকস এন্ড পাকিং টাইলস মেশিনারিজ,গড়েয়াহাট ঠাকুরগাঁও। তিনি একজন ব্লক, ব্রিকস ও টাইলস মেশিনারিজ তৈরির কারিগর। তিনি ২০১৯ সালে ওয়েলডিং ব্যবসার সাথে জড়িত হন।আব্দুল কাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করার পর তার ইচ্ছে ছিল সরকারি চাকুরির জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু তার পরিবারের অর্থিক অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হবার কারনে সে দিকে আর যেতে পারেন নি। তাই খুব দ্রুতই তাকে তার পরিবারের হাল ধরতে হয়েছিল। এরপর তিনি এক রকম নিরুপায় হয়েই তার বড় ভাই এর ওয়েলডিং (লেদ) এর কারখানায় কাজ শুরু করেন। যেহেতু ছোট থেকেই বড় ভাই এর কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল তাই শেষ পর্যন্ত এই পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। এরপর তাদের কারখানা কোন রকম চলছিলো কিন্তু তাতেও পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যায় মেটাতে তাকে হিমসিম খেতে হচ্ছিলো। সুতরাং পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যায় মেটাতে তিনি ব্যবসার পরিসর বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় মূলধন। তাই অধিক মূলধনের যোগান দিতে তিনি ঋণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্যোক্তা অব্দুল কাদের।

এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাজেশন(ইএসডিও)'র গড়েয়াহাট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মারফত জানতে পারেন ইএসডিও সাসটেইনেবল এন্টারপ্রজেক্ট(এসইপি) উপ-প্রকল্প "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দ্যোগ" শীর্ষক প্রকল্পটি দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় উদ্দ্যোক্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ সহ সাধারণ সেবামূলক ঋণ প্রদান করছে। প্রথম দিকে তিনি ধান মাড়াই,ভূট্টা মাড়াই এবং খর কাটা মেশিন তৈরী শুরু করতেন। এভাবেই ব্যবসা চলছিল। ২০২১ সালে ইএসডিও-এসইপি প্রকল্পের আওতায় তিনি উদ্দ্যোক্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ইএসডিও গড়েয়াহাট শাখা হতে সাধারন সেবামূলক ঋণ ১০০০০০০/-(দশ) লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন।

এরপর তার জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়।উক্ত ঋণের টাকা থেকে তিনি পরিবেশবান্ধব হলো ব্লক ও সলিড ব্লক, মিক্সার মেশিন, এডোবি ব্লক মেশিন ও পাকিং টাইলস মেশিন উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে সলিড ও হলো-ব্লক মেশিনের ব্যাপক চাহিদা থাকায় নিজ জেলায় তার ব্যবসার দ্রুত প্রসার ঘটে। পরবর্তিতে প্রকল্পের পরামর্শ ক্রমে ইউটিউব চ্যানেল এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা থেকে অন-লাইনের মাধ্যমে তাঁর উৎপাদিত মেশিন প্রায় সারা দেশে বিক্রয় হচ্ছে। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাঁকাতে হয়নি। বর্তমানে তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছল এবং তার কারখানায় ৬/৭ জন শ্রমিক দৈনিক কাজ করে জীবীকা নির্বাহ করছে। তার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে তার মাধ্যমে তার কারখানায় বেশ কিছু শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে সে জন্য তিনি যথে

ফটো গ্যালারী

পিকেএসএফ ভিজিট

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভিজিট

কমিউনিটি মিটিং

অবহিতকরণ সভা

পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক দ্বারা নির্মিত আধুনিক লাশ ঘর উদ্বোধন

পরিবেশ বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখায় ইএসডিও প্রধান নির্বাহী পরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করেন গণপূর্ত বিভাগ ঠাকুরগাঁও

পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক দ্বারা নির্মিত ড্রেসিংরুমের কাজের শুভ উদ্বোধন

পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক দ্বারা নির্মিত মাদারগঞ্জ জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁও এর বিভিন্ন স্থানে পরিবেশবান্ধব হলো-ব্লক ও সলিড ব্লক দ্বারা নির্মিত স্থাপনা

উপ-প্রকল্প এর বিভিন্ন কার্যক্রম পত্রিকায় প্রকাশ

ইএসডিও কর্মী সমাবেশ ও উন্নয়ন মেলা

আলমগীর হোসেন ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) সাব-সেক্টর পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্পের আওতায় (২৬ ডিসেম্বর) ইএসডিও প্রধান কার্যালয় চত্বরে ইএসডিও কর্তৃক উন্নয়ন মেলা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় স্টল পরিদর্শন করেন জনাব ফসিউল্লাহ (গ্রেড-১) এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)। এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, প্রতিষ্ঠাতা, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও, ড. সেলিমা আখতার, পরিচালক প্রশাসন, ইএসডিও। প্রধান অতিথি বলেন, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনের ফলে ফসলি জমির টপ সয়েল কাটা ও জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করবে। এছাড়াও প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে পরিবেশ বিষয়ে সম্মাননা প্রদান

ঠাকুরগাঁওয়ের নারী ফুটবল একাডেমিতে ড্রেসিং রুম তৈরি করে দিচ্ছে ইএসডিও

OUR NEWS

বার্তা২৪
সোমবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩, ১৬ মাঘ ১৪২৯

ইকো ব্রিকসে ভাগ্য বদলেছে ঠাকুরগাঁওয়ের সিদ্দিকের

১১:৪২এএম ১৬ জানুয়ারি, ২০২৩
২ মাঘ ১৪২৯
২২ জমাদিউস সানি ১৪৪৪
রবিউল এহসান রিপন, ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট, বার্তা২৪.কম, ঠাকুরগাঁও

ইকো ব্রিকসে ভাগ্য বদলেছে ঠাকুরগাঁওয়ের সিদ্দিকের

বার্তা২৪ জাতীয়

কৃষিকাজের আয় থেকে সংসারের ভরণপোষণ চালাতেন সিদ্দিক। আবাদি জমি অল্প হওয়ায় কৃষি থেকে আয় হত কম। সে আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতেন তিনি। তাই বাড়ির পাশে একটি জায়গা ভাড়া নিয়ে শুরু করেন স্যানিটারীর (রিং, স্ল্যাপ তৈরি) কাজ। এতেও সফলতা কঠিন হয়ে

ভোরের ডাক

ইকো ব্রিকসে ভাগ্য বদলেছে সিদ্দিকের

দৈনিক আলোর কণ্ঠ
Daily Alor kantho

ইকো ব্রিকসে ভাগ্য বদলেছে সিদ্দিকের

লোকায়ন

ঠাকুরগাঁও সদর থানায় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত লাশ ঘর নির্মাণ করে দিলো ইএসডিও

দৈনিক ডেল্টা টাইমস্

ইএসডিও'র লাইব্রেরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর),
ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ
+৮৮-০১৭১৭-৭৬৮৮২২,
+৮৮-০১৭৩৮-৬৫৫৫৫৮
esdobangladesh@hotmail.com
esdosepefcm@gmail.com
www.esdo.net.bd
ESDO SEP Eco Friendly
Construction Materials
https://bit.ly/3BDjjoB